সোনামণি প্রতিভা

৩০তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট ২০১৮

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর প্রত্রিকা

Contents

৩০তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট
২০১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

■ সম্পাদকীয় ০২
■ কুরআনের আলো ০৪
■ হাদীছের আলো ০৫
■ প্রবন্ধ ০৬
■ হাদীছের গল্প ১৯
■ এসো দো'আ শিখি ২০
■ গল্পে জাগে প্রতিভা ২১
■ কবিতাগুচ্ছ ২৩
■ একটুখানি হাসি ২৪
■ আমার দেশ ২৫
■ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ২৬
■ রহস্যময় পৃথিবী ২৭
■ সাহিত্যাঙ্গন ৩০
■ দেশ পরিচিতি ৩০
■ যেলা পরিচিতি ৩১
■ আন্তর্জাতিক পাতা ৩১
■ সংগঠন পরিক্রমা ৩২
■ প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৫
■ ভাষা শিক্ষা ৩৭
■ কুইজ ৩৭
■ নীতিমালা ৩৯

সম্পাদকীয়

ইসমাঈলের মত আনুগত্যশীল হও

ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন আবুল আম্বিয়া বা নবীগণের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত একমাত্র সন্তান। তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যাঁর অনুসারীগণ উম্মতে মুহাম্মাদী বা মুসলিম উম্মাহ নামে পরিচিত। মুসলিম উম্মহ্র জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক দু'টি আনন্দ উৎসব হল ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা। আল্লাহ্র জন্য পূর্ণ বিনয়ী ও আনুগত্যশীল হয়ে নিজেকে সত্যের পথে পরিচালনার প্রেরণা নিয়ে ঈদুল আযহা আমাদের নিকট সমাগত।

উৎসর্গ ও সহিষ্ণুতার আহ্বানের মধ্য দিয়ে পালিত হবে এই মহান ব্রত। দেওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে বিশ্ব মুসলিমকে। ত্যাগ ও ভোগ উভয়ই জড়িয়ে আছে ঈদুল আযহার সাথে। ভোগের আনন্দ ক্ষণিকের। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী ও মহিমান্বিত। ভোগের আনন্দ দুনিয়াতেই সীমিত। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ দুনিয়া ও আখেরাতে পরিব্যপ্ত। ইসলাম ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে ও আল্লাহ্র জন্য ত্যাগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ত্যাগ মানুষকে বিনয়ী, সহনশীল, সংযমী ও সর্বোপরি মানবতাবাদী হতে শিক্ষা দেয়। ঈদুল আযহা সেই মহান ত্যাগেরই এক অনন্য উৎসব *(দিগদর্শন-১ পৃ. ২৪)*।

দুনিয়া ও আখেরাতে বড় কিছু অর্জন করতে হলে বড় ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়। বড় পরীক্ষাতেই বড় পুরস্কার। মুমিন ও মুত্তাক্বী বান্দার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হল জান্নাত লাভ। যা আল্লাহ্র প্রতি নিখাদ আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশ মেনে চলা ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই বড় ধরনের পরীক্ষায় পতিত হলে গভীর ধৈর্যের সাথে তাতে উত্তীর্ণ হতে হয়। ইবরাহীম (আঃ) জীবনে অনেক বড় ধরনের পরীক্ষা দিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র ইসমাঈলের প্রতি অপত্য স্নেহ ইবরাহীমকে আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে বিরত রাখে কি-না আল্লাহ তা পরীক্ষা করতে চাইলেন। ফলে তিনি স্বপ্নে পুত্রকে কুরবানী করতে আদিষ্ট হন। ঐ সময় ইসমাঈলের বয়স ছিল মাত্র ১৩/১৪ বছর। ভাল মন্দ বিচার করার মত বুদ্ধি হয়েছিল বলেই পিতা তার মতামত জানতে চাইলেন। ইবরাহীম (আঃ) তার সামনে আল্লাহ্র কোন নির্দেশের বরাত দেননি। শুধু একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। তাতেই ইসমাঈল বুঝে নিয়েছিলেন এটি আল্লাহ্রই নির্দেশ।

ইসমাঈল চাইলে ঐ সময় অবাধ্যতা করতে অথবা পালিয়ে যেতে পারতেন। বৃদ্ধ পিতার নাগালের বাইরে যাওয়া তার পক্ষে মোটেও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র এসব কিছুই করলেন না। বরং তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, হে পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে আপনি তা কার্যকর করুন! ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন' *(ছফফাত ৩৭/১০২)*।

আলোচ্য বক্তব্যের মধ্যে ইসমাঈল (আঃ)-এর চূড়ান্ত বিনয়, আনুগত্য, নম্রতা ও ভদ্রতার পরিচয় ফুটে উঠে। প্রথমত ইনশাআল্লাহ বলে তিনি বিষয়টি আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করেছেন। দ্বিতীয়ত তিনি নিজেকে ছবরকারী না বলে ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে একথা বুঝিয়েছেন যে, ছবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়। বরং পৃথিবীতে আরো অনেক ছবরকারী রয়েছেন। আমিও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হব। এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে পিতা সহ পূর্বকার বড় বড় আত্মোৎসর্গকারীদের মধ্যে শামিল করেছেন এবং চূড়ান্ত বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। আত্মনিবেদনের একি বিরল দৃশ্য! জনমানবহীন মিনা প্রান্তরে শাহাদতের ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে পিতার ধারালো ছুরির নিচে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সঁপে দিলেন ইসমাঈল। পৃথিবীর জন্ম থেকে এমন অভাবনীয় দৃশ্য কেউ কখনো অবলোকন করেনি। কিন্তু না আল্লাহ্র প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল ও পিতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ইসমাঈল আনুগত্য ও তাক্বওয়ার পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলেন। কুরবানী হল দুম্বা। চালু হল ঈদুল আযহা।

বর্তমান আমরা এমন এক সমাজ ব্যবস্থায় নিপতিত যেখানে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও মমতা প্রায় শূন্যের কোঠায়। সবাই যেন ভোগ-বিলাসে মত্ত। অথচ কল্যাণময় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠনের সর্বত্র ত্যাগ, আনুগত্য এবং স্নেহমাখা নির্দেশনা অতীব অপরিহার্য বিষয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন এ সমাজ ব্যবস্থায় দুনিয়াবী জীবনে শান্তি ও পরকালীন জীবনে মুক্তি পেতে হলে ইবরাহীমের মত তাক্বওয়াশীল নেতৃত্ব ও ইসমাঈলের মত আনুগত্যশীল শিশু-কিশোর ও যুবক একান্ত প্রয়োজন।

সেই জান্নাতী পথে নিজেকে পরিচালিত করতে শিশুকাল থেকেই তৈরী হতে হবে। কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালানোর আগে নিজেদের মধ্যকার শয়তানী যিদ, অহংকার, হঠকারিতা ও পশুত্বের গলায় ছুরি চালিয়ে নিজেকে কলুষমুক্ত করতে হবে। আত্মত্যাগী ও উন্নত মানবিকতার প্রশিক্ষণ কুরবানীর ইতিহাস থেকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই উচ্ছৃংখল সমাজ উন্নত সমাজে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে ও সোনামণিদেরকে সেই পথে কবুল করুন-আমীন!

কুরআনের আলো

ইয়াতীমের সাথে সদাচরণ

١. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى - وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى - فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ - وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

১. 'তিনি কি তোমাকে ইয়াতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত। অতঃপর তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন নিঃস্ব। অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবে না। এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ধমকাবে না' *(যোহা ৯৩/৬-১০)*।

٢. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

২. 'ইয়াতীমদেরকে তাদের মালামাল বুঝিয়ে দাও এবং মন্দকে ভালো দ্বারা বদল করো না। আর তোমাদের মালের সাথে তাদের মাল ভক্ষণ করো না। নিশ্চয়ই এটি গুরুতর পাপ' *(নিসা ৪/২)*।

٣. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا

৩. 'ইয়াতীমদের যোগ্যতা যাচাই কর বিয়ের বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত। অতঃপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনা বুঝতে পার, তাহলে তাদের মাল তাদের কাছে সমর্পণ কর। তারা বড় হয়ে যাচ্ছে ভেবে তাদের মাল বাড়তি খরচ করো না বা দ্রুত খেয়ে ফেলো না। যারা সচ্ছল, তারা ইয়াতীমের মাল খরচ করা হতে বিরত থাকবে। আর যারা অভাবী, তারা সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে। যখন তোমরা তাদের হাতে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে, তখন সাক্ষী রাখবে। বস্তুতঃ আল্লাহই হিসাব রাখার জন্য যথেষ্ট' *(নিসা ৪/৬)*।

٤. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

৪. 'সম্পদ বণ্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবীরা হাযির হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু জীবিকা দান কর এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বল' *(নিসা ৪/৮)*।

٥. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

৫. 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটে কেবল আগুনই ভর্তি করে। সত্বর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(নিসা ৪/১০)*।

হাদীছের আলো

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ

١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ-

১. আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম সাথী সে, যে তার সাথীর নিকটে উত্তম। আর আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী সে, যে তার প্রতিবেশীর নিকটে উত্তম' *(তিরমিযী হা/১৯৪৪; মিশকাত হা/৪৯৮৭)*।

٢. عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ-

২. আবু শুরাইহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে (তিন বার)? তিনি বললেন, 'যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না' *(বুখারী হা/৬০১৬; মিশকাত হা/৪৯৬২)*।

٣. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ-

৩. জুবায়ের বিন মুত্বইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/৫৯৮৪; মিশকাত হা/৪৯২২)*।

٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ-

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়' *(বুখারী হা/৬০১৮; মিশকাত হা/৪২৪৩)*।

٥. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ -

৫. আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আবূ যার! যখন তুমি রান্না কর, তখন একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বেশী কর এবং তোমার প্রতিবেশীর হক পৌঁছে দাও' *(মুসলিম হা/২৬২৫; মিশকাত হা/১৯৩৭)*।

٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ-

৬. ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হত যে, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের অংশীদার বানিয়ে দিবেন' *(বুখারী হা/৬০১৫; মিশকাত হা/৪৯৬৪)*।

প্রবন্ধ

শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশ : কারণ ও প্রতিকার

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(৪র্থ কিস্তি)

১. মহান আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা : আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র পিতা-মাতা ও ছেয়ে-মেয়ে কেউই নেই। আল্লাহ কোথায় আছেন, তিনি কি সর্বত্র বিরাজমান? আল্লাহ বলেন, 'দয়াময় আল্লাহ আরশে সমুন্নীত' *(ত্বহা ২০/৫)*। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আরও ছয়টি আয়াত আছে। যেমন- *(আ'রাফ ৭/৫৪; ইউনুস ১০/৩; রা'দ ১৩/২; ফুরক্বান ২৫/৫৯; সাজদাহ ৩২/৪; হাদীদ ৫৭/৪)*।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এটি হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের কথা। ইসলামে এ কথার কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এক দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে উত্তর দিল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন নবী (ছাঃ) তার মনিবকে বললেন, তাকে মুক্তি দিয়ে দাও, কারণ সে একজন ঈমানদার মেয়ে *(মুসলিম হা/৫৩৭)*। মহান আল্লাহ আরশে সমুন্নীত। তার ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ্র আকার আছে, হাত-পা, চোখ, কান সব আছে। তবে সেগুলো কারও সদৃশ্য নয় *(শূরা ৪২/১১)*।

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন আমাদের মত মাটির মানুষ। তিনি নূরের তৈরী নন। আদম (আঃ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবী ছিলেন মাটির তৈরী মানুষ। ফেরেশতারা নূরের তৈরী। আল্লাহ বলেন, 'বলুন আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেনা এবং তারা জানেনা কখন তারা পুনরুত্থিত হবে' *(নামল ২৭/৬৫)*। আদম (আঃ) গায়েব জানলে গাছের ফল খেয়ে জান্নাত থেকে বের হতেন না। ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফকে তার ভাইয়ের সাথে মেষ চরাতে পাঠাতেন না এবং অন্ধ কূপের মধ্য থেকে আর্তনাদ শুনতে পেতেন। ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে যেতে হবে জানলে নদী পার হতে যেতেন না। মূসা (আঃ) হাতের লাঠি সাপ হয়ে গেলে ভয় পেতেন না। আমাদের নবী গায়েব জানলে যাদুগ্রস্ত হতেন না। বিষ মিশ্রিত গোশত খেতেন না, স্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে মধুকে নিজের জন্য হারাম করতেন না, যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে আয়েশা (রাঃ) কে ফেলে আসতেন না। আল্লাহ নবীদের কে যতটুকু গায়েবের খবর বলে দিয়েছেন তা ব্যতীত তারা অন্য কোন প্রকার গায়েব জানতেন না।

৭. পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির পথ ও পদ্ধতি : মানুষ সামাজিক জীব। একা একা সে চলতে পারে না। দৈনন্দিন জীবনে পরস্পরের সাথে কাজ করতে করতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থায়ী হয়, বন্ধুত্বও বাড়ে। ফলে দু'টি মনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ

থেকে আরও ঘনিষ্ঠতর ও মযবূত হয়। ইসলামে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যা যথাযথভাবে সম্পাদন করলে পারস্পরিক সম্পর্ক সুশোভিত ও বিকশিত হয়। নিম্নে সেগুলো সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ক. পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন ঘটানো :
মানব জীবনে সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাম একটি উত্তম দো'আ। রাসূল (ছাঃ) ইসলামের সর্বোত্তম দু'টি কাজ বলেছেন ১. ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া এবং ২. পরস্পরের মধ্যে সালাম বিনিময় করা *(বুখারী হা/২৮)*। অন্য একটি হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমান গ্রহণ করবে। আর তোমরা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন কথা বলে দিব না, যা করলে তোমাদের মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? (আর তা হচ্ছে) তোমরা পরস্পরে সালামের প্রচলন ঘটাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৩১)*। সালামের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক মধুর থেকে মধুতর হয় এবং দুনিয়ায় জান্নাতী পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

খ. মুছাফাহার মাধ্যমে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা :
সালামের পর পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির আরও একটি মাধ্যম হল মুছাফাহা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুছাফাহা করার পর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পাপ ঝরে যায়' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৭৯)*। কোন গুরুত্বপূর্ণ আলেম বা নেতা সাধারণ মানুষের হাতে হাত মিলালে তখন আবেগ, অনুভূতি ও ভালবাস অনেক গুণ বেড়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) এর ছাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যে মুছাফাহার প্রচলন ছিল *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৭৭)*।

গ. হাসি মুখে কথা বলা :
হাসি মুখে কথা বলে অতি সহজেই অন্যের মন জয় করা যায়। মুচকি বা মিষ্টি হেসে কথা বলাকে রাসূল (ছাঃ) ছাদাকা বলেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯১১)*।

ঘ. পরস্পরের জন্য দো'আ ও কল্যাণ কামনা করা :
আমাদের উচিৎ পরস্পরের জন্য দো'আ ও কল্যাণ কামনা করা। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য অলক্ষ্যে দো'আ করে। তখন ফেরেশতা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ হোক' *(আবুদাঊদ হা/১৫৩৪)*।

ঙ. হাদিয়া বা উপহার বিনিময় করা :
আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব পরস্পরকে হাদিয়া প্রদান গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতী কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা একে অপরকে হাদিয়া পাঠাও। এর দ্বারা ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে' *(আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪)*।

চ. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া :
অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সম্পর্ক বৃদ্ধির একটি বড় মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলমান যখন তার মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফলসমূহ আহরণ করতে থাকে' *(মুসলিম হা/২৫৬৮)*।

ছ. বিপদ-আপদে সাহায্য করা :
রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন দুঃখ বা বিপদে পতিত ব্যক্তিকে তোমরা সাহায্য করবে' *(বুখারী, মুসলিম, আদাবুল মুফরাদ হা/২২৫)*।

জ. আপোষ মীমাংসা করে দেওয়া :
মহান আল্লাহ সূরা হুজুরাতের ১০ আয়াতে ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দিতে বলেছেন। যার ফলে পরস্পরের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

ঝ. ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা :
রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(আদাবুল মুফরাদ হা/৩৫৬)*।

ঞ. কেউ কাউকে ভালবাসলে তা প্রকাশ করা :
রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে ভালবাসে, তখন সে যেন তাকে অবশ্যই অবহিত করে যে, সে তাকে ভালবাসে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী হা/২৩৯২)*।

৮. কথার যাদু দ্বারা শিশু-কিশোরদের ইসলামী আদব ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া :
কথা বলার শক্তি মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নে'মত। আল্লাহ বলেন, 'তিনি তাকে (মানুষ) ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন' *(রহমান ৫৫/৪)*। কথায় যাদু ও মধু আছে। আবার কথায় তেজ ও ঝাল আছে। কথা একটি আর্ট, একটি শিল্প। যা কষ্ট করে শিখতে হয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে বলতে হয়। কথাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে বললে সবার নিকট প্রিয় হওয়া যায়, যাদুর মত কাজ করে। আল্লাহ মুখ দিয়েছেন সবার সাথে সুন্দর করে মধুর স্বরে হাসিমুখে কথা বলার জন্য। মানুষের সঙ্গে রাগ করার, ধমক ও গালি দেওয়ার, টিটকারি করার জন্য নয়। বোবা ও তোতলাদের কথা কি আমরা কখনো চিন্তা করে দেখেছি? তারাও আমাদের মত সুন্দর মানুষ, তাদেরও আমাদের মত নাক, কান, চোখ, মুখ সবই আছে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে কথা বলার শক্তি দেননি। তাই তারা তোতলা বা বোবা। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কথা বলার পূর্বে সালাম দিবে *(তিরমিযী হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/৪৬৫৩)*। আব্দুল্লাহ ইবনু হারেছ ইবনু জায (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) এর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক মুচকি হাসতে দেখিনি *(তিরমিযী হা/৩৬৪১, মিশকাত হা/৪৭৪৮)*। সুন্দর সুন্দর ও মিষ্টি কথা আর ভাল আচরণের দ্বারা পিতা-মাতা ও পরিবারের সবার সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক আরো মধুর ও দৃঢ় হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধব এবং অফিসের দায়িত্বশীদের মধ্যে গভীর ভালবাসার সৃষ্টি হয়। সোনামণি শিশু-কিশোরদের মার্জিত ভাষায় সুন্দরভাবে কথা বলা ও উত্তম আচরণ শেখানোর জন্য প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল পিতা-মাতা ও পরিবারের; অতঃপর স্কুল, মাদরাসার শিক্ষক এবং সংগঠকদের। প্রতিটি কথা বলার পূর্বে সালাম দেওয়া, সুন্দর ভাবে হাসিমুখে মুচকি হেসে মিষ্টি কথা বলা রাসূলের সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, স্পষ্ট করে এমনভাবে কথা বলতেন যেন তাঁর প্রতিটি কথা গণনা করা যায়। আমাদের সারা জীবনের প্রতিটি কথা মহান আল্লাহ্‌র নিকট রেকর্ড হচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে,

সে যেন ভালকথা বলে অথবা চুপ থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার মুচকি হাসিমুখ ছাদাকা স্বরূপ, কাউকে উপদেশ দেওয়াটাও ছাদাকা, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও ছাদাকা এবং পথ হারানোর মত স্থানে কাউকে পথ দেখানো একটা ছাদাকা *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯১১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মুখ ও লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণে রাখ। কারণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হলে পরিণাম জাহান্নাম *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭৭ ও ১০৫)*। ভাল কথা মধ্যে আছে পরোপকারের ভীত। নেই ক্ষতি আশংকা। আছে সমূহ কল্যাণ। কথার মধ্যেই আছে বিনয়ের সমারোহ, আছে ভাঙ্গা মন জুড়ানোর অমীয় বাণী। তাই সুন্দরভাবে কথা বলা সকলের উচিত।

৯. শিশু-কিশোরদের খেলা-ধুলা, বিনোদন ও শরীরচর্চার সুযোগ করে দেওয়া :

মহান আল্লাহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের কিশোরদের শারীরিক অবকাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাদের দিতে তাকালে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। অতঃপর তিনি সুস্থ থাকার জন্য খেলাধুলা, বিনোদন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হাযার রকমের খাদ্য, আহার ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা করেছেন। শিশু-কিশোরদের এই সুন্দর অবয়ব আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নে'মত। আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি' *(ত্বীন ৯৫/৪)*। শরীর সুস্থ থাকলে মন ভাল থাকে আর শরীর অসুস্থ থাকলে পারিবারিক এবং মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি ও অনৈতিক কাজে মন ঝুঁকে পড়ে। ইবাদত, আনুগত্য, পরিশ্রম ও বিনোদন কোন কিছুই ভাল লাগেনা। ভাল স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ব্যায়াম করা। তাই শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্যের বিনোদন ও খেলাধুলার সুযোগ সুবিধার জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। খেলাধুলা ও শরীর চর্চার মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, ফলে পরিপাকতন্ত্র সবল থাকে। খাদ্য হজমে সহায়ক হয় এবং ঘাম নির্গত হয়ে শরীরের দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। সাময়িক ক্লান্তি হলেও দৈহিক শক্তি সঞ্চয় হয়। খাদ্যের চাহিদা হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। এটা শিশুদের অধিকার। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার শরীরের হক যেমন আরাম করা তেমন পরিশ্রম করা। শিশুরা খেলবে, খেয়াল রাখবে অভিভাবকগণ। তাস, পাশা, জুয়া, দাবা, কেরাম, লুডু ইত্যাদি খেলা বাচ্চাদের অলস, দুর্বল ও নেশাগ্রস্ত করে তোলে। সুতরাং এ সমস্ত খেলা পরিত্যাগ করে ফুটবল, দৌড়, সাঁতার, ভলিবল ইত্যাদি শ্রমনির্ভর খেলায় শিশু-কিশোরদের অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। তবে পড়াশুনা ও ইবাদতে যেন কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

[চলবে]

'আল্লাহ্র ভয় মানুষকে অন্য সকল ভয় হতে মুক্তি দেয়'

-ইবনে সীনা

সেবা ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ করে গড়ে তোলা

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী।

ভূমিকা :

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)*। যা মানবীয় আদর্শ গুণাবলীর দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। সোনামণিদের ১০টি গুণাবলীর মধ্যে ৬নং গুণ 'সেবা ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা' আদর্শ মানুষ হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। নিম্নে এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের আলোকে আলোচনা করা হল-

সেবা :

সেবা শব্দটির প্রতিশব্দ যত্ন বা শুশ্রূষা *(আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী পৃ. ১৩৫২)*।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

'সেবা হল অসুস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করা যাতে তারা স্বাভাবিক প্রাণবন্ততায় দাঁড়াতে পারে' *(اَلْمُجَمُ الْوَسِيْط অনলাইন ডিকশনারী)*।

সেবা করা ওয়াজিব :

ইমাম বুখারী (রহ.) 'রোগীর সেবা করা ওয়াজিব' শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। যেখানে রয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর ৭টি নির্দেশানার ১টি রোগীর সেবা করা *(বুখারী হা/৫৬৪৭)*।

সেবার ফযীলত :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ 'যখন কোন মুসলমান সকালে কোন রোগীকে দেখতে যায়, তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতে খেজুর গাছ সুনির্ধারিত হয়ে যায়' *(তিরমিযী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৫৫০)*।

সেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

সেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ্র নিকটে ছওয়াব কামনা ও জান্নাত লাভ। কেননা ছওয়াব কামনা ব্যতীত শুধু দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করলে আল্লাহ্র নিকটে তা কবুল হবেনা বরং নিস্ফল হবে *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এক ব্যভিচারিণীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সে একটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে দেখতে পেল কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, পিপাসায় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। তখন সেই নারী তার মোযা খুলে তার ওড়নার সঙ্গে বাঁধল। অতঃপর সে কূপ হতে পানি তুলল (এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল) এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল' *(বুখারী হা/৩৩২১; মিশকাত হা/১৯০২)*।

সেবায় রাসূলের নীতি :

রাসূল (ছাঃ)-এর সেবায় নিয়োজিত এক ইহূদী ছেলের অসুখের খোঁজ নিতে তিনি নিজে তার বাড়ী গিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৫৬৫৭)*।

সেবা না করার পরিণতি :

অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা না করলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দাকে বলবেন, 'তুমি মোরে সেবা করনি যবে ছিনু রোগে অজ্ঞান' *(মুসলিম হা/১৭২১)*। তখন বান্দার কী অবস্থা হবে! রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে যাবে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে পোকা-মাকড় খেতে পারত। ফলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায়' *(বুখারী হা/৩৩১৮; মিশকাত হা/১৯৩০)*।

ভালবাসা :

ভালবাসা শব্দটির প্রতিশব্দ স্নেহ-প্রীতি। ইংরেজীতে Love, Liking ও আরবীতে مُحَبَّةٌ *(আল মু'জামুল ওয়াফী পৃ. ৮০১)*।

ভালবাসার সংজ্ঞা : ভালবাসা একটি মানসিক অনুভূতি এবং আবেগ কেন্দ্রীক অভিজ্ঞতা। বিশেষ কোন মানুষের স্নেহের শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ভালবাসা।

ভালবাসার প্রকারভেদ :

ভালবাসা ৩ প্রকার : (১) সম্মান ও মর্যাদায় : যেমন- পিতাকে ভালবাসা (২) স্নেহ ও দয়া : যেমন- সন্তানকে ভালবাসা (৩) সাদৃশ্য ও দয়া : যেমন- দুনিয়ার মানুষকে ভালবাসা *(মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, মুসলিমের ব্যাখ্যা পৃ. ৬৭০)*।

আল্লাহ্র ভালবাসা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ হওয়াকে ভালবাসে আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে ভালবাসেন' *(বুখারী হা/৬৫০৭)*। আর আল্লাহ যাকে ভালবাসেন জিবরীল (আঃ) তাকে ভালবাসেন এমনকি দুনিয়ার মানুষও তাকে ভালবাসে *(বুখারী হা/৬০৪০)*।

আল্লাহকে ভালবাসা :

আল্লাহকে ভালবাসার একমাত্র উপায় হল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ। আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

ভালবাসার মানদণ্ড ঈমান :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সে কোন মানুষকে একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসবে' *(বুখারী হা/৬০৪১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, '৩টি গুণ যার মধ্যে আছে সে ঈমানের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। তন্মধ্যে দু'টি (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া (২) কাউকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসা' *(বুখারী হা/১৬; মুসলিম হা/৬৭)*।

ভালবাসার ফযীলত :

ভালবাসা হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, কোথায় আমার মহত্ত্বের জন্য পরস্পর ভালবাসা স্থাপনকারী ব্যক্তিরা? আমি তাদেরকে আমার ছায়া দিব। আজ আমার ছায়া

ছাড়া অন্য ছায়া নেই *(মুসলিম হা/২৫৬৬; মিশকাত হা/৫০০৬)*। তিনি আরো বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন...তন্মধ্যে ঐ দু'ব্যক্তি যারা পরস্পর পরস্পরকে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসে' *(বুখারী হা/৬৬০)*।

ভালবাসায় অগ্রাধিকার :

ভালবাসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হল আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তিনি বলেন, 'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র না হব' *(বুখারী হা/১৪)*।

নিন্দনীয় ভালবাসা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের বয়স বাড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে দু'টি জিনিসও বাড়ে (১) সম্পদের প্রতি ভালবাসা (২) আর দীর্ঘ বয়সের আশা *(বুখারী হা/৬৪২১)*। আর ধন-সম্পদ মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন রাখে *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*।

যাকে ভালবাসা যাবেনা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল কস্তুরী ওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরী ওয়ালা তোমাকে হয়ত কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে কিংবা তার নিকট হতে পাবে দুর্গন্ধ *(বুখারী হা/৫৫৩৪)*। ফলে অসৎ ব্যক্তিদের ভালবাসা যাবেনা। কেননা মানুষ যাকে ভালবাসবে সে তারই সঙ্গী হবে *(বুখারী হা/৬১৬৮)*।

ভালবাসা বৃদ্ধির উপায় :

পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হল সালাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে। আর ততক্ষণ ঈমান আনতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পর ভালবাসা তৈরী করবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি গুণের কথা বলে দেবনা যার মাধ্যমে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? আর তা হল তোমরা বেশী বেশী সালামের প্রচলন ঘটাবে' *(মুসলিম হা/২০৩)*।

আনুগত্য :

মুসলিম সংহতি সুদৃঢ় করণের অন্যতম হাতিয়ার আনুগত্য। আল্লাহ আনুগত্যকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা পবিত্র কুরআনে যেখানেই أَطِيعُوا اللهَ শব্দ আছে তার পরেই রাসূলের আনুগত্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে *(আলে ইমরান ৩/৩২, নিসা ৪/৫৪ ও মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*।

শাব্দিক বিশ্লেষণ :

আনুগত্যের প্রতিশব্দ পোষকতা, অধীনতা, অনুসরণ (আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী পৃ. ১৫২)। ইংরেজীতে Loylty, Obedience ও আরবীতে اِطَاعَةٌ *(আল মু'জামূল ওয়াফী, ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান পৃ. ১২৪)*।

আনুগত্যের স্বরূপ :

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল। যে আমীরের অবাধ্য হল সে আমারই অবাধ্য হল *(বুখারী হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬১)*।

সর্বাবস্থায় আমীরের আনুগত্য :

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আমীরের আনুগত্য অপরিহার্য। যেমন হযরত উম্মুল হুছায়েন (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যদি তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তাহলে তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর' *(মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা হুকুম শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কিসমিসের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট হাবশী গোলামকেও আমীর নির্বাচন করা হয়' *(বুখারী হা/৬৯৩; মিশকাত হা/৩৩৬০)*।

আনুগত্যের বায়'আত :

আনুগত্যের জন্য বায়'আত যরূরী। ওবাদাহ ইবনু ছামিত (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বায়'আত করলাম...স্বাচ্ছন্দে-অপসন্দে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে আমীরের কথা শুনব ও মেনে চলব *(বুখারী হা/৭০০৫; মুসলিম হা/১৭০৯)*।

আনুগত্যে ধৈর্যধারণ :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কোন কিছু দেখবে, সে যেন ধৈর্যধারণ করে' *(বুখারী হা/৭০৫৩)*।

আনুগত্য নিষ্প্রয়োজন :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ভাল কাজে *(বুখারী হা/৭২৫৭)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,...কিন্তু যদি (নেতা) তার প্রতি নাফরমানীর নির্দেশ দেয় তখন শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার দায়িত্ব নেই *(বুখারী হা/৭১৪৪)*।

আনুগত্যহীন জীবন :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে তার হাত গুটিয়ে নিল অথবা জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করল *(আহমাদ হা/৬১৬৬; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৮)*।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমীরের নিকট থেকে আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল, সে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে তার কোন দলীল থাকবেনা *(মুসলিম হা/৪৭৯৩)*।

আনুগত্যের ফলাফল :

ছাহেবে মির'আত বলেন, ব্যবসায়িক চুক্তির বিপরীতে যেমন সম্পদ লাভ হয়, অনুরূপভাবে আমীরের নিকট আনুগত্যের বিপরীতে পুণ্য লাভ হয়' *(ওবায়দুল্লাহ মুবারাকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ হা/১৮ এর ব্যাখ্যা ১/৭৫ পৃ.)*।

আনুগত্যে জান্নাত :

রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের দিন খুৎবায় বলেছেন, اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ- (১) তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর (২) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর (৩) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর (৪) তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর এবং (৫) আমীরের আনুগত্য কর; তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর' *(তিরমিযী হা/৬১৬; মিশকাত হা/৫৭১)*।

উপসংহার :

সোনামণিদের ৬নং গুণের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা সেবা, ভালবাসা এবং আনুগত্য দ্বারা মানুষ ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি পায়। এই তিনটি গুণ দ্বারা একজন ব্যক্তি নিজেকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্য হল নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যম। আল্লাহ আমাদের সকলকেই আদর্শবান হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

সচ্চরিত্র

আলাউদ্দীন, ১০ম শ্রেণী
আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ভূমিকা :

পৃথিবীর বুকে সবচাইতে মূল্যবান বস্তু হল সচ্চরিত্র। সচ্চরিত্র ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হতে পারে এটা আচরণের ক্ষেত্রে বা বলার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সচ্চরিত্র গঠিত হয় সামগ্রিক ভাল গুণ দ্বারা। সচ্চরিত্র আছে বলেই পৃথিবীতে শান্তি বিরাজমান। দুশ্চরিত্রে পৃথিবী যদি ভরপুর হত তাহলে সবাই অশান্তির দাবানলে জ্বলে পুড়ত।

সচ্চরিত্র সর্বাপেক্ষা মূল্যবান : সচ্চরিত্র দুনিয়ার সব জিনিসের মূল্যের ঊর্ধ্বে এবং ক্বিয়ামতের দিনও এই বস্তুটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হয়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে তা হল উত্তম চরিত্র' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮১)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭৫)*।

সচ্চরিত্র সর্বোত্তম কেন?

আল্লাহ্র রাসল (ছাঃ) কেন সচ্চরিত্রকে সবার ঊর্ধ্বে বসালেন তারও একটা

নিশ্চয় কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হল, সবক্ষেত্রেই উত্তম বস্তুটি সবার নিকট প্রিয়। এক্ষণে আপনার চরিত্রটাই যদি উত্তম হয় তাহলে আপনি সবার নিকট কেমন প্রিয় হবেন একটু ভেবে দেখেছেন? দ্বিতীয় কারণ হল, সচ্চরিত্রের মধ্যেই শান্তি লুক্কায়িত রয়েছে। সুন্দর আচরণ সবারই কাম্য। পৃথিবীর সবাই চায় যে তার সাথে অন্যরা ভাল ব্যবহার করুক। কিন্তু ভাল ব্যবহার পেতে হলে নিজেরও উচিত অন্যের সাথে ভাল ব্যবহার করা। এজন্য অন্যের প্রতি আপনি সেই ব্যবহারই করুন, যা আপনি অন্যের কাছ থেকে আশা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ 'তুমি মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর' *(তিরমিযী, হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এখানে মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলেছেন। ধনীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলেছেন এবং দরিদ্রের সাথে করতে বলেননি এমনটা নয়। বরং যে মানুষ তার সাথেই উত্তম ব্যবহার করতে হবে।

সচ্চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক :

১. সদাচরণ : পৃথিবীর যে কেউ যে পর্যায়েই অবস্থান করুক না কেন হতে পারে সে কৃষক, দিনমজুর, রিকশাচালক বা চাকর সবারই নিজের আত্মমর্যাদা রয়েছে। সবাই তার আত্মমর্যাদা নিয়ে অন্য সবার মত সমাজে বাঁচতে চায়। তারা যখন নিজেদের আত্মমর্যাদার মূল্য পাবে না তখন আপনাকেও আপনার আত্মমর্যাদার মূল্য দিবে না। হয়তো বা সাময়িকভাবে আপনার ভয়ে বা অন্য কোন কারণে আপনাকে সম্মান করবে। কিন্তু তার অন্তরে তার বিপরীত কাজ করবে। কারো কাছ থেকে ভাল কিছু আদায় করতে হলে প্রথমেই আপনাকে তার মন জয় করতে হবে। মন জয় করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হল তার সাথে সদাচরণ করা। হয়ত আপনি তার কাছ থেকে আপনার কাম্য বস্তুটা নাও পেতে পারেন, তবে সদাচরণের কারণে সে আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। এজন্য আল্লাহ তার রাসূলকে বলেছেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হতে তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

২. কথার পূর্বে কাজ : আপনি অন্যকে যে বিষয়ের দাওয়াত দিবেন সে বিষয়টা আগে আপনার মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। তাছাড়া আপনার দাওয়াত ফলপ্রসূ হবে না। ধরুন, আপনি ছালাতের ব্যাপারে মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন। তাহলে আপনাকে আগে ছালাতের বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। অমনিভাবে আপনি অন্যের কাছ থেকে উত্তম আচরণ কামনা করলে আপনাকে আগে অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে।

৩. মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করুন : পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তু তার বিপরীত

লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ করে। কারণ আল্লাহ তা'আলা এটা সবার মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পৃথিবীতে মন্দ নামের বস্তু আছে বলেই ভালোর এত কদর। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 'ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর ভালো দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত' *(হা-মীম-সাজদাহ ৪১/৩৪)*। একজন শত্রুও যে তার শত্রুর কাছ থেকে ভাল ব্যবহার কামনা করে এ আয়াত তার প্রমাণ বহন করে। আপনার চার পাশের মানুষ আপনার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার আশা করবে এটাই স্বাভাবিক। সুন্দর ব্যবহারের সর্বত্রই মূল্য রয়েছে। একজন মানুষ দেখতে কুৎসিত হলেও তার চরিত্র ভাল হলে তাকে সবাই ভালবাসবে। কারণ মানুষ দেখতে সুন্দর বলে মানুষকে ভালবাসে না বরং তার সুন্দর ব্যবহারকে ভালবাসে। আপনি আপনার আচরণকে ঐ ফুলের মত ফুটিয়ে তুলুন যে ফুলের সৌন্দর্যে মানুষের মন বিভোর হয়, যার সুবাসের টানে আসে ভোমর, মৌমাছি ও প্রজাপতি। তাই তো ফুলে ফল হয় এবং মৌচাকে মধু হয়।

৪. দুশ্চরিত্র ও অশ্লীল ভাষা পরিত্যাগ করা : আপনি যদি মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার না করেন তাহলে মানুষ আপনাকে ঘৃণা করবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ আল্লাহ তা'আলা এত দয়ালু হওয়ার পরও যদি অশ্লীলভাষী ও দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন তাহলে মানুষতো করবেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ 'আল্লাহ অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন *(আহমাদ হা/৬৫১৪; মিশকাত হা/৫০৮১)*।

৫. সুন্দর ব্যবহার : সম্মানবোধ, আন্তরিকতা, ভালবাসা সবটাই তৈরী হয় সুন্দর ব্যবহার থেকে। পৃথিবীতে যত সুসম্পর্কের বন্ধন রয়েছে তার সবগুলোই সুন্দর ব্যবহারের সুতোই বাঁধা। কেউ যদি এই বন্ধন খুলে ফেলে তাহলে সব সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। আপনার প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে আপনার ভাল সম্পর্ক না থাকলে ধরে নিতে হবে আপনার ব্যবহারে তারা সন্তুষ্ট নয় অথবা আপনি তাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট নন। আপনার সাথে তারা যদি অসৎ ব্যবহার করে তাহলে আপনার সদ্ব্যবহার দ্বারা তাদের সিক্ত করুন। তাহলে দেখবেন একদিন না একদিন তারা নিজের ভুল বুঝতে পারবে এবং আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবে। এজন্য আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-

মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী) তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিতকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*। সুন্দর ব্যবহারই মানুষকে মানুষের মধ্যে অন্যতম করে তোলে। একজন খুব জ্ঞানী ব্যক্তি যদি লোকদের সাথে ভাল ব্যবহার না করে তাহলে তার কথা কেউ শুনবে না। এমনকি অন্তর থেকে তাকে কেউ সম্মান করবে না। এজন্য সম্মানের পাত্র হতে হলে আপনাকে জ্ঞানের সাথে আপনার চরিত্রকে সুন্দর ব্যবহার দ্বারা সুশোভিত করতে হবে। সুন্দরের প্রতি সবারই আকর্ষণ রয়েছে। আপনি এক বালতি তেঁতো নিমপাতার রস রাখেন তাহলে দেখবেন তাতে যতটা না মাছি বসবে তার চেয়ে অধিক মাছি বসবে এক ফোটা মধুর উপর। তেমনিভাবে আপনি আপনার জ্ঞানের বালতিটা উত্তম ব্যবহার দ্বারা পরিপূর্ণ করুন। তাহলে আপনার কাছে ভাল মানুষগুলো আপনার মধু আহরণ করতে আসবে।

৬. বিনয়ী হওয়া : জ্ঞানী ব্যক্তির আচরণ কখনো মূর্খের মত হওয়া উচিত নয়। কেননা জ্ঞানী আর মূর্খ এক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান? নিশ্চয় জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৩৯/৯)*। জ্ঞানী ব্যক্তিদের ঐ বৃক্ষের মত হওয়া উচিত যে বৃক্ষ ফলের ভারে ক্রমেই নিচের দিকে নুয়ে পড়ে। আপনি যত জ্ঞানী হবেন আপনাকে তত বিনয়ী এবং নম্র হতে হবে। বিনয় ও নম্রতার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ، أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ، حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ 'যাকে নম্রতার কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণের অংশ দেওয়া হয়েছে। আর যার কাছ থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে' *(তিরমিযী হা/২০১৩; মিশকাত হা/৫০৭৬)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ 'যাকে কোমলতা ও নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়' *(মুসলিম হা/২৫৯২; মিশকাত হা/৫০৬৯)*। এক্ষণে যদি আপনি বিনয়ী না হন, তাহলে আপনি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন।

৭. অধীনস্তদের প্রতি কোমল হওয়া : ধরুন আপনার অবস্থা ভাল, আপনার অধীনে চাকর বা কর্মচারী অথবা কোন লোক কাজ করে। তাদের কাজের একটু উনিশ বিশ হলেই আপনি যা-তা বলে বকা ঝকা করেন। আপনি একটু ভেবে দেখেছেন কি? আপনি যদি তাদের স্থানে

থাকতেন আর আপনার মালিক আপনার সাথে ঐ রকম আচরণ করত তাহলে আপনার কেমন লাগত। আপনার কাছ থেকে আপনার কর্মচারীরা ভাল ব্যবহার আশা করে এবং এটা তাদের অধিকার। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ১০ বছর খেদমত করেছি তিনি আমাকে কোনদিন বলেননি তুমি এ কাজটি কেন করেছ? আর আপনার বেলায় এর বিপরীত!

৮. সরল ও ভদ্র হওয়া : ঈমানদার ব্যক্তির লক্ষণ হল তারা অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং তারা হবে সরল ও ভদ্র। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ 'ঈমানদার মানুষ সরল ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও হীন চরিত্রের হয়' *(তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫)*।

৯. সচ্চরিত্রের মর্যাদা জান্নাত : উত্তম ব্যবহারের দ্বারা নফল ছিয়াম পালনকারী ও রাতে ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ 'ঈমানদার ব্যক্তিরা তাদের উত্তম চরিত্র দ্বারা নফল ছিয়াম পালনকারী ও রাতে ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৭৯৮; মিশকাত হা/৫০৮২)*। যে নম্র ও বিনয়ী হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের সংবাদ দেবনা, যার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায় এবং আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারে না? এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার মেযাজ নরম, স্বভাব কোমল, মানুষের সাথে মিশুক এবং আচরণ সহজ সরল' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৪)*।

১০. দুশ্চরিত্রের পরিণাম জাহান্নাম : মানুষ তার আচরণের কারণে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আপনি সারা জীবন আল্লাহ্র ইবাদত করে গেলেন, কিন্তু মানুষের সাথে ভাল আচরণ করলেন না; তাহলে আপনাকে জাহান্নামে যেতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِيُّ 'কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(আবুদাঊদ হা/৪৮০১; মিশকাত হা/৫০৮০)*।

উপসংহার :

কোন মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। প্রত্যেক মানুষই ভুলকারী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী, সেই উত্তম ভুলকারী যে ভুল করার পর তওবা করে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১)*। তাই আমরা বলব, আপনার কারো সাথে খারাপ ব্যবহার হয়ে থাকলে আপনি তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন এবং পরবর্তীতে আপনি সবার সাথে ভাল ব্যবহার করুন। তাতে আপনার পাপ সমূহ মুছে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবার অন্তরকে সচ্চরিত্র দ্বারা সুশোভিত করুন-আমীন!

হাদীছের গল্প

আতিথেয়তার বিরল দৃষ্টান্ত

নাজমুন্নাহার, দাওরা শেষ বর্ষ
আল-মারকযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে যারা অন্যকে খাওয়াতে পসন্দ করে। মেহমানের জন্য অধির আগ্রহে পথ চেয়ে থাকে। কখনো রাস্তা থেকে ক্ষুধার্থকে নিয়ে এসে আপ্যায়ন করায়। কিন্তু অল্প খাবার থাকায় কৌশলে অতিথি আপ্যায়নের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। ঘটনাটি নিম্নরূপ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি চরম অনাহারে ভুগছি। তিনি তাঁর কোন এক সহধর্মিণীর নিকট লোক প্রেরণ করলে তিনি বললেন, যে স্রষ্টা আপনাকে সঠিক দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! আমার নিকট পানি ব্যতীত আর কিছু নেই। তিনি অপর এক স্ত্রীর নিকট লোক প্রেরণ করলে তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে তাঁরা সবাই একই কথা বললেন যে, সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে পানি ব্যতীত আর কিছু নেই। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে কে লোকটির আতিথেয়তা করবে? আল্লাহ তার উপর দয়া করুন! তখন এক আনছারী ছাহাবী উঠে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমি। অতঃপর লোকটিকে নিয়ে আনছারী নিজ বাড়ীতে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বলল, না। তবে সন্তানদের জন্য অল্প কিছু খাবার আছে। তিনি বললেন, তুমি তাদের কোন কিছু দিয়ে ব্যস্ত রাখ। আর যখন অতিথি ঘরে ঢুকবে, তখন তুমি আলোটা নিভিয়ে দেবে। আর তাকে বুঝাবো যে, আমরাও খাবার খাচ্ছি। মেহমান যখন আসলেন তখন আলোর পাশে যেয়ে সেটা নিভিয়ে দিল। রাবী বলেন, অতঃপর তারা বসে থাকলেন এবং অতিথি খেতে শুরু করলো। সকালে তিনি (আনছারী) নবী (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, আজ রাতে অতিথির সঙ্গে তোমাদের উভয়ের ব্যবহারে আল্লাহ খুশী হয়েছেন' *(মুসলিম হা/২০৫৪)*। রাবী বলেন, এরপর এ আয়াতটি নাযিল হয়- 'তারা তাদের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তারা অনাহারে থাকে' *(হাশর ৫৯/৯)*।

শিক্ষা :

১. *অতিথিকে আপ্যায়ন করা উত্তম গুণ।*
২. *সাধ্যমত অতিথিকে আপ্যায়ন করতে হবে।*
৩. *অতিথিকে আপ্যায়ন করলে আল্লাহ খুশি হন।*

'আল-'আওনের এক একজন ডোনর এক একটি জীবন্ত ব্লাড ব্যাংক'

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

(খ) বাজারে প্রবেশকালে দো'আ :

হযরত ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করে, আল্লাহ তার জন্য ১০ লক্ষ নেকী লিখেন, ১০ লক্ষ ছগীরা গোনাহ দূর করে দেন, তার মর্যাদার স্তর ১০ লক্ষ গুণ উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন'।-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু য়ুহ্য়ী ওয়া য়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়ুন লা ইয়ামূতু, বেইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর।*

অনুবাদ : নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক, যার কোন শরীক নেই। তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব ও তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। যিনি বাঁচান ও মারেন। যিনি চিরঞ্জীব, কখনোই মরেন না। তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশালী' *(তিরমিযী হা/৩৪২৮; মিশকাত হা/২৪৩১)*।

২৩. (ক) মাসজিদুল হারামে প্রবেশের দো'আ :

কা'বা গৃহ দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র ইচ্ছা করলে দু'হাত উঁচু করে 'আল্লাহু আকবার' বলে যেকোন দো'আ অথবা নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তে পারেন, যা ওমর (রাঃ) পড়েছিলেন। اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ *'আল্লা-হুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, ফাহাইয়েনা রব্বানা বিস সালাম'* (হে আল্লাহ! আপনি শান্তি। আপনার থেকেই শান্তি আসে। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন!') *(বায়হাক্বী ৫/৭৩; আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল 'ওমরাহ পৃ. ২০)*। অতঃপর মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা রেখে নিম্নের দো'আটি পড়বেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

(১) *আল্লা-হুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া সাল্লেম; আল্লা-হুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিকা'* (হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ তুমি আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজা সমূহ খুলে দাও!') (আবুদাঊদ হা/৪৬৫)।

(২) অথবা বলবেন, أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- *আ'ঊযু বিল্লা-হিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া বিসুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম'* ('আমি মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মহান চেহারা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে'। এই দো'আ পাঠ করলে শয়তান বলে, লোকটি সারা

দিন আমার থেকে নিরাপদ হয়ে গেল' *(আবুদাঊদ হা/৪৬৬, মিশকাত হা/৭৪৯)*।

দু'টি দো'আ একত্রে পড়ায় কোন দোষ নেই। বস্তুত: এ দো'আ মসজিদে নববী সহ যেকোন মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(খ) মাসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়ার দো'আ :

(১) প্রথমে বাম পা রেখে বলবেন, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ سَلِّمْ، اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ *'আল্লা-হুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া সালেম; আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা'* (হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি') (ইবনু মাজাহ হা/৭৭২)।

(২) অথবা বলবেন, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ، اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمَ *'আল্লা-হুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া সাল্লেম; আল্লা-হুম্মা'ছিমনী মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম'* (হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিতাড়িত শয়তান হ'তে নিরাপদ রাখো') *(ইবনু মাজাহ হা/৭৭৩)*। দু'টি দো'আ একত্রে পড়ায় কোন দোষ নেই। বস্তুত: এ দো'আ মসজিদে নববী সহ সকল মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

**(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* প্রণীত *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)* শীর্ষক গ্রন্থ, *পৃ. ২৯৭-২৯৮)*।

গল্পে জাগে প্রতিভা

মূর্খের সাথে তর্কের পরিণাম

নাফিয আল-মাহমূদ, মক্তব শাখা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কোন এক জঙ্গলে একটি গাধা বাস করত। পাশেই ঝোপের আড়ালে থাকত এক শিয়াল পণ্ডিত। মাঝে মাঝেই এদের দু'জনের মধ্যে বেশ জমত আলাপ। একদা বনের ঘাস নিয়ে আলোচনা শুরু হল। এক পর্যায়ে গাধা বলল, ঘাসের রং সাদা। কিন্তু এ কথা শিয়াল পণ্ডিত প্রতিবাদের স্বরে পাণ্ডিত্বের ভাব নিয়ে বলল, আপনি ভুল করছেন। ঘাসের রং সবুজ। গাধা বলল, আমি না আপনি ভুল দেখছেন এবং ভুল করছেন। আচ্ছা বলুন তো আপনার চোখে কি কোন সমস্যা হয়েছে? শিয়াল পণ্ডিত এবার নিজের সম্মানে আঘাত লাগা কথা শুনে বেশ রেগে গিয়ে বলল, দেখুন সহ্যের সীমা অতিক্রম হতে চলেছে, আপনিই তো চোখে দেখেন না? নতুবা এমন কথা বলতে পারেন, ঘাস সাদা! পৃথিবীর সকলেই জানে ঘাস সবুজ। আর আপনি বলছেন তার উল্টো কথা। আসলেই আপনার নামের সাথে কথা ও কাজের মিল আছে। এবার গাধার সম্মানে বেশ আঘাত লেগেছে। হুংকার দিয়ে বলল, মুখ সামলে বলবেন এমন কথা। নইলে...

নইলে কী? চিৎকার দিয়ে বলল, শিয়াল পণ্ডিত।

এদের দু'জনের কথা কাটাকাটি খরগোশ আড়াল থেকে শুনছিল। এদের দু'জনে মারামারির উপক্রম হলে খরগোশ বেরিয়ে এসে মীমাংসার জন্য বলল, আরে থামুন! আপনারা কী করছেন? বনের শান্তি নষ্ট করছেন কেন? আমি আপনাদের দু'জনের কথাই শুনেছি। কিন্তু আমারও কেমন জানি খটকা লাগছে? তার চেয়ে চলুন বনের রাজা সিংহের নিকটে যাই, এর সঠিক ফায়ছালা করে নেয়া যাবে। তখন তারা বনের রাজা সিংহের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হল। সিংহকে কুশল জানিয়ে খরগোশ সব কথা খুলে বলল। সব শুনে সিংহ রাজা এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রথমে গাধাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তুমি কি বলেছ ঘাসের সং সাদা?

গাধা ইতস্ত করে বলল, জি মহারাজ, আমি কখন কি বলে ফেলি নিজেই জানি না! আমি হলাম বনের সাধারণ একটি গাধা। আমি মূর্খ, অশিক্ষিত। তবে শিয়াল পণ্ডিত হয়েও আমার সাথে বেশ খারাপ ব্যবহার করেছে। যদিও আমি তার কাছে এমনটা আশা করিনি। আর আমি জানি শিয়াল পণ্ডিত অনেক জ্ঞান রাখেন। তাই সঠিকটা জানার জন্যই এমনটা বলেছিলাম। মহাশয় সঠিক বিচার আপনার মর্যী।

সিংহ রাজা এবার শিয়াল পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গাধার সাথে তর্ক করেছ? জি, মাহরাজ। আমার ভুল হয়ে গেছে, বলল শিয়াল পণ্ডিত। এই বলে শিয়াল অনুতপ্ত হয়ে পড়ল।

সিংহ রাজা বেশ হুংকার ছেড়ে বিচারের রায় ঘোষণা করলেন, শিয়াল পণ্ডিতের তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড। এ ফায়ছালা শুনে শিয়াল সিংহ রাজার কাছে মিনতি স্বরে বলল, জনাব আমি সাজা প্রাপ্ত আসামী। তবে আমার জ্ঞান অনুসারে আমি সঠিক ও সত্যের ওপর আছি। কিন্তু আপনি কেন আমার ওপর এই দণ্ডবিধি জারি করলেন তা কি জানতে পারি মাহারাজ? জবাবে সিংহ রাজা বললেন, দেখ শিয়াল পণ্ডিত, বনের সকলে জানে তুমি জ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম। আর গাধাকে জানে অশিক্ষিত মূর্খদের একজন। কিন্তু তুমি পণ্ডিত হয়েও একটি মূর্খ গাধার সাথে বিতর্ক করেছ, যার জন্য উচিৎ শিক্ষা বা সংশোধনের নিমিত্তে তোমাকে এই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

শিক্ষা :

মূর্খের সাথে তর্ক করা উচিৎ নয়।

উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হতে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হতে বিরত থাকে'

(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯)।

ক বি তা গু চ্ছ

ঈদ মানে

শফীকুল ইসলাম
কনইল, সদর, নওগাঁ।

ঈদ মানে কলরব
ঈদ মানে জেগে উঠা মুসলিম সব।
ঈদ মানে সুরে টান
ঈদ মানে গেয়ে উঠা একতার গান।
ঈদ মানে প্রীতিময়
ঈদ মানে সকলের মুখে হাসি রয়।
ঈদ মানে মন পাক
ঈদ মানে ঈদগাহে ছালাতের ডাক।
ঈদ মানে খুশি ভাগ
ঈদ মানে কারো প্রতি নেই কোন রাগ।
ঈদ মানে ভালোবাসা
ঈদ মানে সকলের কাছে কাছে আসা।
ঈদ মানে ডাকাডাকি
ঈদ মানে স্বজনের পথ চেয়ে থাকি।
ঈদ মানে ভুলি ঋণ
ঈদ মানে পৃথিবীতে নব এক দিন।

আদব

আবুবকর ছিদ্দীক, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনামণি এসো ভাই
ওযূ করে মসজিদে যাই।
ডান পা দিয়ে প্রবেশ করি
বাম পা দিয়ে নয়।
বের হওয়ার সময়
বাম পা দিতে হয়,
এ কথাটি অধিক দামী
হাদীছে তা রয়।

সোনামণির গুণাবলী

খায়রুল ইসলাম, শিক্ষক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমরা ছোট্ট সোনামণি
এসো মোদের তরে
জীনটাকে রাঙিয়ে দেই
প্রভুর পথ ধরে।
ভোর বেলাতে জেগে উঠি
জামা'আত পেতে তাড়া
দিনটা যেন কাটেনা ভাল
ভোরের ছালাত ছাড়া।
তাই তো ওযূ মিসওয়াক করি,
বিসমিল্লাতে শুরু করি।
অলসতা দূর করে
সকাল বেলার মিষ্টি হাওয়ায়,
কুরআনের সুরে সুরে
প্রাণ ভরে দেয় সজীবতায়
ক্লান্তি ঠেলে দূরে।
তাই তো নিত্য কুরআন পড়ি
নবীর পথে জীবন গড়ি
ভ্রান্ত পথ ছেড়ে।
মাতা-পিতা প্রতিবেশী
শিক্ষক গুরুজন
পদে পদে সম্মান দিয়ে
ভরিয়ে তুলি মন।
তাই তো আনন্দে থাকি
ছোটদের স্নেহ করি
বিভেদ দূর করে।
সত্য পথই আসল পথ
তাতে কষ্ট হোক যত
আমানত রক্ষা ও ওয়াদা পালনে

হৃদয় অবনত
তাই তো সদা সত্য বলি
পালন করি ওয়াদাগুলি
ভরসা প্রভুর তরে।

জীবনটাকে গড়ো

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সময়টাকে মূল্য দিয়ে
নিজের জীবন গড়ো,
অলসতার চাদর ফেলে
পুণ্য করো জড়ো।
পড়ালেখার আগে পরে,
খাওয়া এবং ঘুমের সময়
প্রভুর নামটি স্মরো।
জীবনটাকে গড়ো ॥
খেলার সময় খেলা
আর পড়ার সময় পড়া,
সফলতা তোমার কাছে
দিবে তবে ধরা।
ক্লাসের পড়া নিয়মিত
মনোযোগ দিয়ে পড়ো
জীবনটাকে গড়ো ॥
নেকীর কাজে কভু তুমি
করো নাকো হেলা
তোমার ঠোঁটে থাকে যেনো
মুচকি হাসির খেলা।
সবাই তোমায় করবে আদর
হবে অনেক বড়।
জীবনটাকে গড়ো ॥

এ ক টু খা নি হা সি

মোবাইল চুরি

মুহাম্মাদ মুরাদ, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বিক্রেতা : কী লাগবে স্যার?
ক্রেতা : মোবাইল কিনবো। (একটি দামী মোবাইল দেখিয়ে...
আচ্ছা এই মোবাইলের দাম কত?
বিক্রেতা : ২০ হাযার টাকা স্যার।
ক্রেতা : এতো দাম কেন?
বিক্রেতা : এতে অনেক সুবিধা আছে স্যার।
ক্রেতা : কী এমন সুবিধা আছে?
বিক্রেতা : ৫ বছরেও কিছু হবে না স্যার।
ক্রেতা : কি বল!
বিক্রেতা : ঠিক তাই স্যার।
ক্রেতা : তাহলে দাও। কথা যেন ঠিক থাকে।
বিক্রেতা : এই নেন স্যার।

(দুই মাস পার)

ক্রেতা দোকানের সামনে এসে প্রচণ্ড রেগে দাঁড়িয়ে আছে...
বিক্রেতা : কি হল স্যার, রেগে আছেন কেন?
ক্রেতা : আপনি বললেন, মোবাইল ৫ বছরেও কিছু হবে না। তাহলে দু'মাসে এটি কি হল!
বিক্রেতা : কি হয়েছে স্যার!
ক্রেতা : মোবাইলটা চুরি হয়ে গেছে।

শিক্ষা :

১. *কোন জিনিস বিক্রয়ের পর বিক্রেতার উপর হেফাযতের দায়িত্ব থাকে না। বরং ক্রেতাকেই স্বযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে।*

২. *কোন জিনিস চুরি হয়ে গেলে কারো উপর দোষারোপ করা যাবে না। বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে।*

শুক্রবার ছুটির দিন

শবনম মুস্তারী, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শিক্ষক : আচ্ছা হাবীব বলতো দেখি একটি গরু দিনে তিন কেজি দুধ দেয়, তাহলে সপ্তাহে কত কেজি দিবে?

ছাত্র : স্যার ১৮ কেজি।

শিক্ষক : তিন কেজি কম কেন?

ছাত্র : শুক্রবার ছুটির দিন তাই।

শিক্ষা : *দুধ আল্লাহ প্রদত্ত রহমত। তাই ছুটির দিনেও তা বন্ধ হয় না। এ জন্য বেশী বেশী আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে হবে।*

কী দরকার

শাহীদা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পথিক : আচ্ছা ভাই আপনার দোকানের নাম কী?

দোকানদার : 'কী দরকার'।

পথিক : আরে ভাই, এমনিতে জানার জন্য।

দোকানদার : বলছি না 'কী দরকার'?

পথিক : আরে মিয়া সামান্য দোকানের নাম বলছেন না কেন?

দোকানদার : আরে ভাই আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন? আমার দোকানের নামই তো 'কী দরকার স্টোর'।

শিক্ষা : *কথা ভালভাবে শুনে ও বুঝে জবাব দিতে হবে। অযথা রাগ করা যাবে না।*

আমার দেশ

ঐতিহাসিক সাত গম্বুজ মসজিদ

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সাত গম্বুজ মসজিদ ঢাকার মুহাম্মাদপুরে অবস্থিত মুঘল আমলে নির্মিত একটি মসজিদ। এই মসজিদটি চারটি মিনারসহ সাতটি গম্বুজের কারণে মসজিদের নাম হয়েছে 'সাতগম্বুজ মসজিদ'। এটি মোঘল আমলের অন্যতম নিদর্শন। ১৬৮০ সালে মোঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁ-এর আমলে তার পুত্র উমিদ খাঁ মসজিদটি নির্মাণ করান। মসজিদটি লালবাগ দূর্গ মসজিদ এবং খাজা আম্বর মসজিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অবস্থান :

ঢাকার মুহাম্মাদপুরে কাটাসুর থেকে শিয়া মসজিদের দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে বাঁশবাড়ী হয়ে। এই রাস্তাতে যাওয়ার পথে সাত গম্বুজ মসজিদ।

অভ্যন্তরভাগ :

এর ছাদে রয়েছে তিনটি বড় গম্বুজ এবং চার কোণের প্রতি কোণায় একটি করে অনু গম্বুজ থাকায় একে সাত গম্বুজ

মসজিদ বলা হয়। এর আয়তাকার ছালাতকোঠার বাইরের দিকের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১৭.৬৮ এবং প্রস্থে ৮.২৩ মিটার। এর পূর্বদিকের গায়ে ভাঁজবিশিষ্ট তিনটি খিলান এটিকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। দূর থেকে শুভ্র মসজিদটি অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। মসজিদের ভিতরে ৪টি কাতারে প্রায় ৯০ জনের ছালাত আদায় করার মত জায়গা রয়েছে।

মসজিদের পূর্বপাশে এরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে একটি সমাধি। কথিত আছে, এটি শায়েস্তা খাঁর মেয়ের সমাধি। সমাধিটি 'বিবির মাযার' বলেও খ্যাত। এ কবর কোঠাটি ভেতর থেকে অষ্টকোণাকৃতি এবং বাইরের দিকে চতুষ্কোণাকৃতির। বেশ কিছু দিন আগে সমাধিক্ষেত্রটি পরিত্যক্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল। বর্তমানে এটি সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদের সামনে একটি বড় উদ্যানও রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম পাশে বাংলাদেশের বিখ্যাত মাদরাসা জামিয়া রহমানিয়্যাহ আরাবিয়্যাহ অবস্থিত। এক সময় মসজিদের পাশ দিয়ে বয়ে যেত বুড়িগঙ্গা। মসজিদের ঘাটেই ভেড়ানো হতো লঞ্চ ও নৌকা। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা কল্পনা করাও কষ্টকর। বড় দালানকোঠায় ভরে উঠেছে মসজিদের চারপাশ।

পরিচর্যার দায়িত্ব :

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর-এর দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

বাংলাদেশের সীমানা

সংগ্রহে : মাযহারুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

➲ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন কোন যেলার সাথে ভারতের কোন সংযোগ নেই?

উ : বান্দরবান ও কক্সবাজার।

➲ কোন দু'টি বিভাগের সবগুলো যেলা সীমান্তবর্তী?

উ : সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ।

➲ বাংলাদেশের কোন কোন বিভাগের সাথে ভারতের কোন সীমান্ত সংযোগ নেই?

উ : ঢাকা ও বরিশাল।

বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী যেলা কয়টি ও কী কী?

উ : ৮টি। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, মালদহ, বীরভূম, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও বারাসাত।

➲ বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের প্রদেশ (রাজ্য) কতটি?

উ : ৫টি। মেঘালয়, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মিজোরাম।

➲ একমাত্র কোন বিভাগের সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত সংযোগ আছে?

উ : চট্টগ্রাম।

➲ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রথম সীমান্ত হাট কবে কোথায় চালু হয়?

উ : ২৩শে জুলাই; বালিয়ামারী, কুড়িগ্রাম।

রহস্যময় পৃথিবী

পৃথিবীর বিস্ময়কর কিছু স্থান

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী।

১. মেলিসানি কেভ, কেফালোনিয়া (গ্রিস) :

ভাবছেন কত কিছুইনা দেখা হলো। পাহাড়, ঝর্ণা, মরুভূমি, লেক, হ্রদ, দ্বীপ আর প্রণালী। কিন্তু এমন কোনো স্থান কি আছে যা এক পাহাড়ী গর্তের গভীরে। কয়েক মিটার নিচে এক অগভীর স্বচ্ছ পুকুর। তারপাশে ছোট ছোট গাছপালা। গুহামুখের মত খোলা মুখ। নিচেই কূপের মত পানি। চারদিকে আবার কিছুটা কোটরাগত। চোখে না দেখলে প্রথমত বিশ্বাস করাই কঠিন হবে যে, এমন একটি জায়গা পৃথিবীতে রয়েছে। মেলিসানি কেভ লেক আসলে মাটির নিচে নদী। এটি একটি ভূগর্ভস্থ লেক। ১৯৫৩ সালে এই লেকের একটি ছাদের অংশ ভূমিকম্পে ভেঙ্গে যাওয়াতে এই অনিন্দ্য সুন্দর কেভ তৈরী হয়। আপনি যদি রোমাঞ্চপ্রিয় হন তাহলে গুহার ফাঁকা অংশ দিয়ে নেমে যেতে পারেন নিচে। আশপাশের প্রকৃতির রূপ ভুলিয়ে দেবে আপনার এই কষ্ট। সমগ্র জয়গাটি সবুজ পাহাড়ে পরিবেষ্টিত, যা চোখকে দেয় আরাম, মনকে করে আন্দোলিত।

২. দ্য ট্রোলস টাং, নরওয়ে :

দূরের এক দেশ। সেখানে পাথুরে পাহাড়ী পথ। রয়েছে ধারে ধারে স্বচ্ছ লেকগুলো। খরখরে পাহাড়ের ভেতর যেন ভিনগ্রহের পটআঁকা এই বিচিত্র সুন্দরের খেলা। পাহাড়ী পাথুরে পথ বেয়ে ১২ কিলোমিটার গেলে দেখতে পাবেন জিভ বের করে ভেংচি কাটছে পাহাড়। এই দৃশ্যও কি সুন্দর হতে পারে? শুধু সুন্দর নয়। পৃথিবীর অনিন্দ্য সুন্দরগুলোর একটি এই ট্রোলস টাং। Trolltungue শব্দের অর্থ হলো দানবের জিহবা। প্রাচীন বিশ্বাস থেকেই এ ধরনের নাম। একটি পাহাড় থেকে অনুভূমিকভাবে জুটিং শিলা বেষ্টিত ছোট একটি টুকরা হ্রদের পাশে উত্তরদিকে উপরে ৭০০ মিটার বা ২,৩০০ ফুট উপরে। পাহাড়ের গা থেকে বের হওয়া

জিহবা আকৃতির প্রস্তরখণ্ড যা ট্রোলস টাং নামে পরিচিত। শত বাধা থাকলেও সৌন্দর্য পিয়াসীরা আর বসে নেই। আপনি যেতে পারেন যদি এডভেঞ্চার আপনার প্রিয় হয়।

৩. নামিব মরুভূমি যেখানে আটলান্টিকে মিশছে :

মরুভূমির কথা মনে পড়লেই মনে ভেসে উঠে দিগন্তজোড়া বালুকারাশির মেলা। আর সাগর মানে অতলান্ত নীল পানি যতদূর চোখ যায়। আর এই দুয়ের মিলন হয়তো আপনার মনে হবে এক চলমান বাদামী সমুদ্র সৈকতের কথা। কিন্তু সমস্ত কল্পনাকে হার মানিয়ে নামিব মরুভূমি আর আটলান্টিক মহাসাগরের মিলনে তৈরী হয়েছে এক স্বপ্নরাজ্যসম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ক্যানভাস। এই নামিব মরুভূমিকে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা এবং আকর্ষণীয় সমুদ্রতটস্থ বালিয়াড়ির বাড়ী। যার রং প্রগাঢ় গোলাপী থেকে কমলা। এই সমুদ্রতটস্থ বালিয়াড়ির শুরু আটলান্টিক মহাসাগরের ডান পাশ থেকে। সাগরের হিম শীতল পানির অনবরত ঘর্ষণে নামিব মরুভূমির এই বালিয়াড়ি যা পৃথিবীর মধ্যে চমৎকার এক দর্শনীয় স্থান। শত শত মাইল বিস্তৃত সমুদ্র সৈকতে আকর্ষণীয় এই সমুদ্রতটস্থ বালিয়াড়ি যা দেখার জন্য সারা দুনিয়া থেকে লোকেরা ছুটে যায় আফ্রিকার দেশ নামিবিয়া। এখানকার সুয়াকোপমুণ্ড যা নামিবিয়ার সুয়াকূপ নামে পরিচিত। সুয়াকোপমুণ্ড হল নামিবিয়ানদের অবকাশ যাপনের জন্য। যা সবচেয়ে বড় সমুদ্র শহর। এক সময় নামিবিয়া জার্মানদের অধীনে ছিল। তাই এই শহরের বাড়ী-ঘর সবই জার্মান ধাঁচে তৈরি।

৪. দ্য হোয়াইট ক্লিফস অফ ডোভার, ইংল্যান্ড :

সমুদ্র উপকূল পাশেই সবুজ দিগন্তজোড়া মাঠ। এই দুয়ের মাঝখানে মাঝারী উচ্চতার খাড়ি। সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেঙ্গে রয়েছে তার ধার। সাদা চুনের মতো ধার চলে গিয়েছে দৃষ্টিসীমা পেরিয়ে দূর বহু দূরে। সমুদ্রপ্রণালীটি ইংলিশ চ্যানেলের পূর্ব প্রান্তের সবচেয়ে সরু অংশটি গঠন

করেছে। প্রণালীর সবচেয়ে সরু অংশটি ইংল্যান্ডের দক্ষিণ ফোরল্যান্ড এবং ফ্রান্সের কা গ্রিনের মধ্যে অবস্থিত এবং প্রায় ৩৪ কিলোমিটার প্রশস্ত। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেবার জন্য সাঁতারুরা এই সরুতম পথটিই ব্যবহার করে থাকেন। প্রণালীর দুই পাশে ফ্রান্সও ইংল্যান্ড। উভয় দিকের তীরই শ্বেত চুনাপাথরে তৈরি খাড়া পাহাড় নিয়ে গঠিত। দুই তীরের চুনাপাথরের স্তরগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে প্রাগৈতিহাসিক কালে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে স্থলযোগাযোগের একটি পথ এখান দিয়ে চলে গিয়েছিল। সাধারণ সমুদ্র সৈকত থেকে একেবারেই আলাদা আর সাধারণ সামুদ্রিক প্রণালী থেকেতো অবশ্যই ভিন্ন। সাদা চকের খাড়ি এখানকার সৌন্দর্যকে এক অপার্থিব মাত্রায় বিকশিত করেছে। আগেকার দিনে কেন্ট সমুদ্র উপকূল জুড়ে চকের তৈরি এই ক্লিফ দেখে নাবিকরা বুঝতে পারতেন, শীঘ্রই ইংল্যান্ডে নোঙড় ফেলতে হবে। হাযার বছর ধরে একই রকম রয়ে গেছে চুনাখাড়িগুলো।

৫. ইস্টার আইল্যান্ড ও তার আজব মূর্তি :

হাযার বছর পরও ইস্টার দ্বীপের অদ্ভুত মূর্তিগুলোর রহস্য জানা যায়নি। প্রশান্ত মহাসাগরের জনমানবহীন এ দ্বীপটিতে রয়েছে অনেকগুলো ভাস্কর্য। পাথরের তৈরি এসব ভাস্কর্য দ্বীপের চারদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে ইস্টার দ্বীপের মূর্তিগুলো। সবই তৈরি হয়েছে বিশাল পাথর কেটে। দ্বীপের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ-সাতটি বৃহদাকার ভাস্কর্য। যাদের বলা হয় 'নেভল অব দ্য ওয়ার্ল্ড'। দ্বীপটিতে এরকম প্রায় হাযারখানেক ভাস্কর্য রয়েছে। স্থানীয়দের ভাষায় বলা হয় মোয়াই। একেকটি ভাস্কর্য ১২ থেকে ১৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। একেকটি ভাস্কর্যের ওযন ২০ টনেরও বেশি। ১৭৭২ সালে কোনো এক ইস্টার সানডে উৎসবে অ্যাডমিরাল জ্যাকব রগেউইন দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। ডাচ এই অভিযাত্রীই দ্বীপটির নাম দেন 'ইস্টার আইল্যান্ড'। আবার অনেকে মনে করেন, দ্বীপটিতে বাইরের জগৎ থেকে অভিবাসীরা বাস করে গেছে। গবেষকদের প্রশ্ন-এই দ্বীপবাসীরা সেই কৌশল শিখল কিভাবে? পাথরগুলোই তারা বয়ে আনল কিভাবে এবং কোথা থেকে? এসবের উত্তর এখনো খুঁজছে বিশ্লেষকরা। কে তৈরি করল মূর্তিগুলো? কেউ জানে না। এই জনবিরল দ্বীপে কেনইবা এসব ভাস্কর্য তৈরি করা হলো, সেটাও অজানা।

প্রিয় পাঠক! কাগজের মূল্য ও ডাক মাশুল বৃদ্ধির (প্রায় ৩ গুণ) কারণে আগামী সংখ্যা হতে 'সোনামণি প্রতিভা'র মূল্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধি হতে পারে। *-সম্পাদক*

সাহিত্যাঙ্গন

যুক্তবর্ণের বিশ্লেষণ ও ব্যবহার

সংগ্রহে : ফরীদুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

➲ ঞ্জ = জ্+ঞ

নবাবগঞ্জ, খঞ্জন, ব্যঞ্জনবর্ণ, গঞ্জনা।

➲ ঞ্চ = ঞ্+চ

সঞ্চয়, সঞ্চয়িতা, সঞ্চিতা, আঞ্চলিক।

➲ ঞ্ছ = ঞ্+ছ

লাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত, বাঞ্ছনীয়।

➲ ষ্ণ = ষ্+ণ

তৃষ্ণা, কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণকায়, উষ্ণ।

➲ ট্ট = ট্+ট

চট্টগ্রাম, চট্টোপাধ্যায়, অট্টহাসি।

➲ ত্ন = ত্+ন

যত্ন, প্রযত্ন, স্বযত্নে, প্রত্ন, রত্ন।

➲ ত্ম = ত্+ম

আত্মা, সর্বাত্মক, মারাত্মক, আত্মিক।

➲ ত্র = ত্ + র (ফলা)।

পত্র, পবিত্র, পত্রিকা, মিত্র, গাত্রদাহ।

➲ ত + র (ফলা) + উ (কার)।

ত্রুটি, শত্রু।

➲ ক + র (ফলা)।

ক্রয়, বিক্রয়, ক্রীড়া।

➲ ত + থ

উত্থিত, উত্থান।

দেশপরিচিতি

সিরিয়া

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : সিরিয়ান আরব রিপাবলিকান।

রাজধানী : দামেস্ক।

আয়তন : ১,৮৫,১৮০ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ১.৮৬ কোটি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : -১.৮%।

ভাষা : আরবী।

মুদ্রা : পাউন্ড ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : মুসলিম (৯২.৮%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৮৫%।

মুসলিম হার : ৯২.৮%।

মাথাপিছু আয় : ২,৪৪১ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৬৯.৭ বছর।

স্বাধীনতা লাভ : ১৭ই এপ্রিল ১৯৪৬।

স্বাধীনতা দিবস : ১৭ই এপ্রিল।

সরকার পদ্ধতি : রাষ্ট্রপতি শাসিত।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২৪শে অক্টোবর ১৯৪৫ সাল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি (অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করেছে)'
(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৬০)।

যে লা প রি চি তি

ফেনী

যেলাটি চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১৯৮৪ সালে।

সীমা : ফেনী যেলার উত্তরে কুমিল্লা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে নোয়াখালী যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ৯৯০.৩৬ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৬টি। ফেনী সদর, সোনাগাজী, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, ফুলগাজী ও দাগনভূঁইয়া।

পৌরসভা : ৫টি। ফেনী, দাগনভূঁইয়া সোনাগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া।

ইউনিয়ন : ৪৩টি।

গ্রাম : ৫৫৩ টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : ফেনী, মুহুরী ও সেলোনাই ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : মুহাম্মাদ আলী চৌধুরী মসজিদ ও বাসভবন, চাঁদগাযী মসজিদ, ফেনী সরকারী কলেজ ভবন ও মহিপালের বিজয় সিংহ ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : বেগম খালেদা জিয়া (সাবেক প্রধানমন্ত্রী), আব্দুস সালাম (ভাষা সৈনিক), জেনারেল আমীন আহমাদ চৌধুরী বীর বিক্রম, জাফর ইমাম বীর বিক্রম, স্যার এ এফ রহমান (শিক্ষাবিদ), জহির রায়হান (বুদ্ধিজীবী), কর্নেল জাফর ইমাম শহীদুল্লাহ কায়সার (বুদ্ধিজীবী) ও ওয়াসিফিয়া নাজরীন (পর্বতারোহী) প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক পাতা

সংগ্রহে : ফরীদুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত স্থান	
এশিয়া	
ইস্তাম্বুল	এ শহরটি এশিয়া এবং ইউরোপ উভয় মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত। তুরস্কের প্রাচীন রাজধানী ও প্রাচীন নগরী। এর পূর্বনাম কনস্ট্যান্টিনোপল।
সেকেন্দ্রা	মুঘল সম্রাট আকবরের সমাধি স্থান। ভারতের আগ্রায় অবস্থিত।
শাখালিন	উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। এখানে রাশিয়ার একটি সামরিক ঘাঁটি আছে।
সাইমেনজিআম সি ওয়াল	বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রপ্রাচীর দক্ষিণ কোরিয়ার সাইমেনজিআম সি ওয়াল। ২৭শে এপ্রিল ২০১০ এটি উদ্বোধন করা হয়। ৩৩ কি.মি. দীর্ঘ এ প্রাচীরের মাধ্যমে সমুদ্র থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে ৪০১ বর্গ কি.মি. এলাকা।
পামির	মধ্য এশিয়ার একটি মালভূমি। একে পৃথিবীর 'ছাদ' বলা হয়।

সংগঠন পরিক্রমা

ইটাখুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ৯ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার নবাবগঞ্জ উপযেলাধীন ইটাখুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ মাক্বুবুল হোসাইনের সভাপত্বিতে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মুমতাযুদ্দীন।

চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ৮ই মে বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরামপুর উপযেলাধীন চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রাশেদুল ইসলামের সভাপত্বিতে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক হাফেয তাওহীদুর রহমান ও শো'আয়েবুর রহমান।

বাঁকাল, সদর, সাতক্ষীরা ২৭ই মে রবিবার : অদ্য বেলা ১১টায় বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স মাদরাসা জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও সদর উপযেলার সোনামণি সহ-পরিচালক শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ ছাকিব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল মুন'ইম।

পশ্চিম মালিপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর ২৪শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বড়াইগ্রাম থানাধীন পশ্চিম মালিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও আল-'আওনের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আযীমুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শফীকুল ইসলাম।

মাদারবাড়ীয়া, পাবনা ২৫শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মাদারবাড়ীয়া আহলেহাদীছ জামে

মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও আল-'আওনের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আবু ছালেহ।

বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর, ৩১শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় গাংনী থানাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বরীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ লাইছ আহমাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মিনকুল আহমাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তারিকুয্যামান। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণে ২০০ এর অধিক সোনামণি উপস্থিত ছিল।

মেকিয়ারকান্দা বাজার, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ২রা জুন শনিবার : অদ্য বাদ এশা ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

আন্দারিয়াপাড়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ ৩রা জুন রবিবার : অদ্য বাদ যোহর ফুলবাড়ীয়া থানাধীন আন্দারিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তারীকুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রাক্বীবুল ইসলাম।

গাড়ুদহ, সদর, সিরাজগঞ্জ ৪ঠা জুন সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় সদর থানাধীন গাড়ুদহ হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা

'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মাওলানা আব্দুল লতীফ।

গান্ধাইল নয়াপাড়া, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ ৪ঠা জুন সোমবার : অদ্য বাদ যোহর কাযীপুর থানাধীন গান্ধাইল নয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মাহমূদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেল মাহমূদ।

বুড়াবুড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৯ই জুন শনিবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন বুড়াবুড়ী আলহেরা সালাফিয়া মাদরাসা মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ত্বইয়েবা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ নীরব। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণে বালক-বালিকা সহ মোট ১৩১ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল।

বামনহাজরা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৯ই জুন শনিবার : অদ্য বাদ আছর গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন বামনহাজরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছিফাত হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ বুরহানুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদ সংশ্লিষ্ট মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন।

দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১০ই জুন রবিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া ফছীহুদ্দীন হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ও অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ওছমান গণী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

শিশুর কাশি হলে কী করবেন?

ডা. মীযানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিকস ও ট্রমাটোলজি বিভাগ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

কিছুদিন ধরে হয়তো আপনার শিশুর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল শুকনো ও ঘন ঘন কাশি। তখন থেকে কাশি তার লেগেই আছে। বাড়ির কেউই ঘুমোতে পারেনি কাশির শব্দে। অনেক চেষ্টার পরও কাশি থামছে না।

শিশুর রাত্রিকালীন কাশির সবচেয়ে সাধারণ কারণ হলো ভাইরাসজনিত সংক্রমণ। আর এ ধরনের অসুস্থতায় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে না। যেহেতু কাশি ফুসফুস দুটোকে পরিষ্কার রাখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, তাই আপনি এটা পুরোপুরি বন্ধ করতে চাইতে পারেন না।

যদি আপনার শিশুর ভাইরাসজনিত অসুস্থতা থাকে, তার প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বিকল হয়। কাশি ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অস্বস্তিকর বস্তুকে বের করে দিয়ে ফুসফুসকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। যদি আপনি কাশিকে পুরোপুরি দমিয়ে রাখেন, আপনি তাহলে একটা মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ, যেমন : নিউমোনিয়ার বিরুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করলেন।

তবে প্রয়োজন দেখা দিলে আপনি কিছু ব্যবস্থা নিতে পারেন। এতে আপনার শিশু বেশ আরাম পাবে। সমস্যা গুরুতর মনে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

প্রচুর পরিমাণ তরল খেতে দিন :

আপনার শিশুর কাশি থাকলে তাকে প্রচুর পরিমাণে তরল পান করানো ভালো। বিভিন্ন তরল যেমন : ফলের রস, পানি কিংবা স্বচ্ছ ঝোল কফ বের করে দেওয়ার চমৎকার সহায়ক বস্তু হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন তরল খাবার শুষ্ক ও শক্ত কফকে আলগা করতে পারে এবং কাশির মাধ্যমে বের করে দিতে সাহায্য করে। আর ঠাণ্ডার ওষুধগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মতো এগুলোর কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বিশেষ করে গরম পানীয়, আপনার শিশুর কাশি থাকলে বেশ আরাম দিতে পারে। অবশ্য যেকোনো ধরনের পানীয় কাশিতে আরাম দেবে।

যখন শিশুর কফ বোঝাই থাকে, সে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে চায়। এতে তার গলা শুকিয়ে যায় এবং কফও শুকাতে শুরু করে। মুখ ও গলা শুধু ভেজা রাখলে কফ কমে যায়।

থার্মোস্ট্যাট কমিয়ে দিন :

যদি শীতকালে আপনার শিশুর কাশির আক্রমণ হয়, আপনার ঘর যদি তখন গরম করেন, আপনি অবশ্যই রাতের বেলা থার্মোস্ট্যাট বা তাপ নিয়ামক কমিয়ে দেবেন, বাড়াবেন না। গরম ও শুষ্ক বাতাস কাশিকে উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু যদি আপনি থার্মোস্ট্যাট কমিয়ে দেন, তাহলে ঠাণ্ডা বাতাস কিছু আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে রাখবে।

বাষ্পীভূত করার জন্য ব্যস্ত হবেন না :

যদিও মনে হতে পারে, ভেপোরাইজার দিয়ে কিছুটা আর্দ্রতা তৈরি করা বিচক্ষণ

কাজ, কিন্তু সব সময় এ ধারণা ঠিক নয়। ভেপোরাইজার পরিষ্কার রাখা কঠিন কাজ। এটা ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার জন্য প্রজনন ভূমি। ঠিকমতো পরিষ্কার করা না হলে এখানে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মে। যদি আপনার শিশুর অ্যালার্জি অথবা অ্যাজমা থাকে, তাহলে ভেপোরাইজার আপনার শিশুর কাশিকে আরো খারাপ করে তুলবে।

বুকে মালিশ করা বাদ দিন :

পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলো বুকে গরম অনুভূতির সৃষ্টি করে, এগুলো কাশি উপশমে কিছুই করতে পারে না। আর যদি শিশু নিশ্বাসের সঙ্গে এগুলো টেনে নেয় কিংবা গিলে ফেলে, তাহলে তার নিউমোনিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অ্যান্টিহিস্টামিন দিতে চেষ্টা করুন :

যদি আপনার জানা থাকে যে আপনার শিশুর কাশির কারণ অ্যালার্জি, তাহলে তাকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় অ্যান্টিহিস্টামিন খেতে দিন, এতে সে কিছুটা ঘুমোতে পারবে। অ্যালার্জিজনিত কাশিতে অ্যান্টিহিস্টামিন সিরাপ বেশ উপকারী। প্যাকেটের নির্দেশনা অনুযায়ী আপনার শিশুর বয়স অনুপাতে তাকে সঠিক মাত্রায় ওষুধটি দিতে হবে। সঠিক মাত্রার জন্য অবশ্যই প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশনা ভালো করে পড়ে নেবেন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

কাশির সঠিক ওষুধ বেছে নিন :

যদি আপনার শিশু কয়েক রাত বেশ বাজে কাশি নিয়ে কাটাতে থাকে, তাহলে আপনি ডেক্সট্রোমেথরফ্যান এবং গুয়েফেনেসিন সমৃদ্ধ কাশির ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করতে পারেন। মূলত এ দুটো উপাদানের যেকোনো সিরাপ কাজ করবে। এ ধরনের ওষুধ একটু করে মিউকাস আলগা করে এবং খুব মৃদু কাশি উপসম করে। ডেক্সট্রোমেথরফ্যান শতভাগ কার্যকর নয়, কিন্তু সেটা সত্যিকার অর্থে ভালো। কারণ কাশি পুরোপুরি দমন করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

সতর্কতা :

শিশুর বয়স এক বছরের কম হলে তাকে শক্তিশালী কাশির ওষুধ দেবেন না। কাশির প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কের নিচের অংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই যদি আপনি আপনার ছোট শিশুকে কাশি দমনকারী কোনো ওষুধ দেন, তাহলে তার শ্বাস দমন করা হবে।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন :

আপনার শিশুর কাশি হলে তাকে চিকিৎসক দেখিয়ে কাশির কারণ নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ। রাত্রিকালীন কাশি বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন : ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ, অ্যাজমা, শিশু কিছু গিলে ফেলার কারণে শ্বাসপথে আংশিক অবরুদ্ধ অবস্থা, অস্বস্তিকর ধোঁয়া ইত্যাদি। কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক অসুখ, যেমন : সিস্টিক ফাইব্রোসিসের কারণে কাশি হতে পারে।

আপনার শিশুকে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবেন যদি শিশুর নিচের উপসর্গগুলো থাকে :

১. সারা রাত একটানা কাশি থাকলে।
২. কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা বের হলে।
৩. জ্বর থাকলে।
৪. শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হলে।
৫. কাশি ১০ দিনের বেশী স্থায়ী থাকলে।

দৈনিক প্রথম আলো; ২রা ফেব্রুয়ারী ২০১৭।

ভাষা শিক্ষা

লেখাপড়া

আসমাউল হুসনা
জয়নাবাদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

আবৃত্তি - إِنْشَادٌ- Recitation (রিসাইটেশন)

ইতিহাস - التَّارِيْخُ - History (হিস্ট্যরি)

ইতিহাসবিদ - مُؤَرِّخٌ - Historian (হিস্ট্যরিয়ান)

ইসলামের ইতিহাস - التَّارِيْخُ الإِسْلَامِيُّ - Islamic history (ইসলামিক হিস্ট্যরি)

উচ্চ বিদ্যালয় - مَدْرَسَةٌ ثَانَوِيَّةٌ - High school (হাই স্কুল)

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় - مَدْرَسَةٌ ثَانَوِيَّةٌ عُلْيَا - Higher secondary school

উচ্চশিক্ষা - دِرَاسَاتٌ عُلْيَا - Higher studies

উচ্চারণ - تَلَفُّظٌ - Pronuciation (প্রানানসিএইশন্)

উত্তর – جَوَابٌ - Answer (আনসার)

উত্তীর্ণ - نَاجِحٌ - Passed (পাস্ড্)

উদ্ভিদবিদ্যা–عِلْمُ النَّبَاتِ-Botany (বুট্যানি)

উপন্যাস – رِوَايَةٌ - Novel (নভল্)

উপসংহার – خَاتِمَةٌ - Conclusion (কন্ক্লুজন্)

উপস্থিত – حَاضِرٌ - Present (প্রেজনট্)

উপস্থিতি – حُضُوْرٌ - Attendance (অ্যাটেন্ড্যান্স্)

ঔপন্যাসিক - رِوَائِيٌّ - Novelist (নভলিস্ট্)

কুইজ

১. মুসলিম উম্মাহ্র বার্ষিক উৎসব কয়টি ও কী কী?
উঃ.....
.....

২. যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা তাদের পেটে কী ভর্তি করে?
উঃ.....
.....

৩. জান্নাতে প্রবেশ করবে না কে?
উঃ.....
.....

৪. রাসূল (ছাঃ) এক দাসীকে আল্লাহ কোথায় জিজ্ঞেস করলে, সে উত্তরে কী বলল?
উঃ.....

৫. মানুষকে অন্য সকল ভয় হতে মুক্তি দেয় কী?
উঃ.....

৬. যে ব্যক্তি আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কিছু দেখবে সে কী করবে?
উঃ.....

৭. ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী কোন জিনিস রাখা হবে?
উঃ.....

৮. আল-'আওনের এক একজন ডোনর কী?
উঃ.....

৯. যিলহাজ্জের চাঁদ ওঠার পর হতে কুরবানী করা পর্যন্ত কোন কাজ হতে বিরত থাকতে হবে?
উঃ.....

১০. সাত গম্বুজ মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
উঃ.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে আগস্ট ২০১৮।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. খিনযাব **২.** সে ঐ নেকীর কাজ সম্পাদনকারীর ন্যায় ছাওয়াব পায় **৩.** পিঁপড়ার চলার শব্দের চেয়েও সূক্ষ্ম **৪.** সে তার ছিয়াম পূর্ণ করবে **৫.** ১২টি **৬.** আতর বিক্রেতার **৭.** জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন **৮.** তিন ধরনের **৯.** ৮১টি **১০.** মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত)।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : সাইদুর রহমান, ৭ম শ্রেণী
কালাদী ফাযিল মাদরাসা, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

২য় স্থান : ইহসানুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী
আশরাফ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩য় স্থান : মাহফূযুর রহমান, ৮ম শ্রেণী
মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, গোভীপুর, মেহেরপুর।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
.....
মোবাইল : .....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮

নীতিমালা

নিম্নের ৭টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং MCQ পদ্ধতিতে ও ৭ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত, ঈমান, ইসলাম ও ইবাদত এবং ফেরেশতাগণের পরিচয় : *আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬১)।*

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৬ ও ২৭তম পারা।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা তাগাবুন ১৫-১৮ ও মুনাফিকূন ৯-১১ আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. দো'আ : (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত **'দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ'**)।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর সাধারণ জ্ঞান (১-৯৫ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (১-২৬ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ পৃ.)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৮০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ১-২৬, বিজ্ঞান ১-৬২ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী ০১-২৮ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন বিষয়ক।

(গ) রাঙ্গামাটি যেলা : (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

৬. সোনামণি জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৭. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী; আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী ও দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : আরবী ও বাংলা

৮. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ২০১৭ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** ও **আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০ (ত্রিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হতে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখায়	**: ১২ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
২. উপযেলায়	**: ১৯শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৩. যেলায়	**: ২৬শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে	**: ৮ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

❁ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।